

অ্যার্জে

দুঃসাহসী টিনটিন

কশ্যেয় টিনটিন



আনন্দ

অ্যার্জে

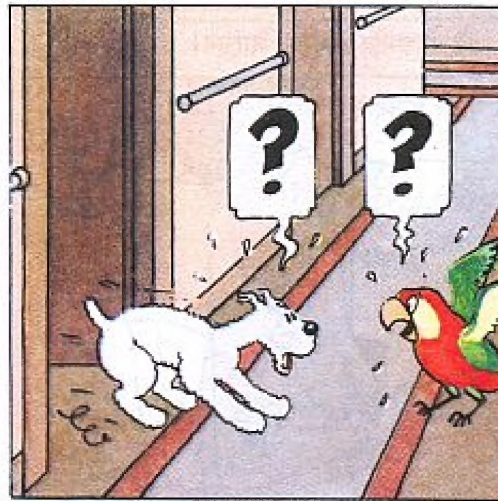
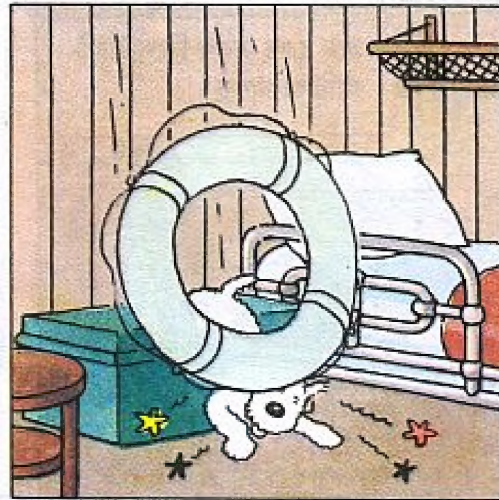
দুঃসাহসী টিনটিন

কশেয় টিনটিন



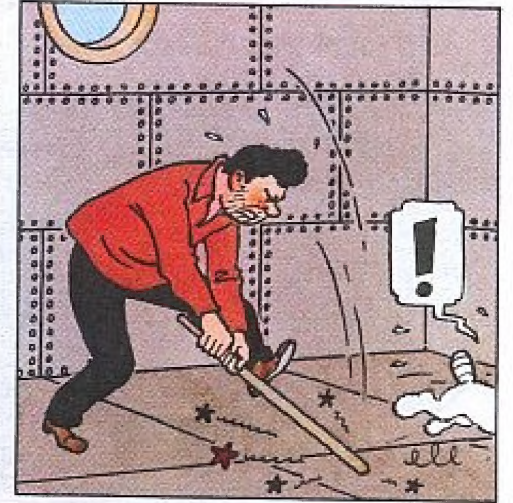
কশেয় টিনটিন

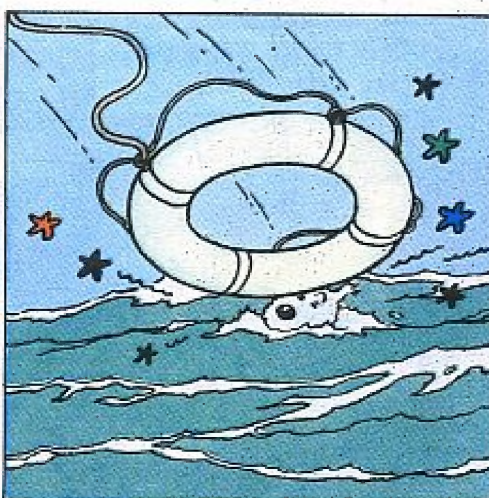
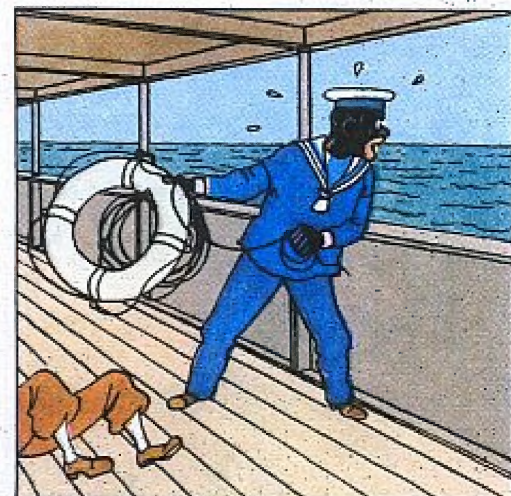
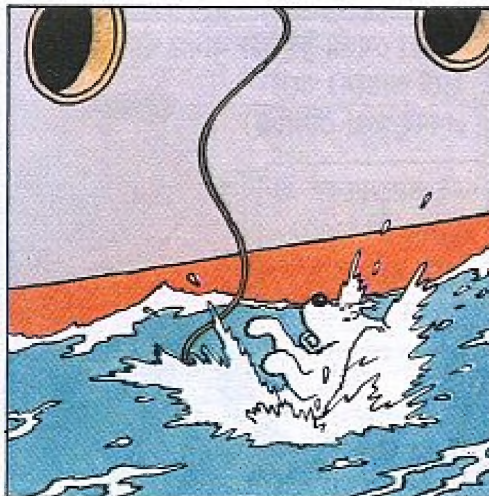
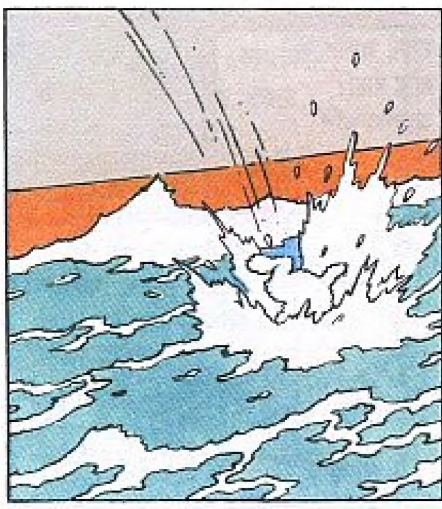


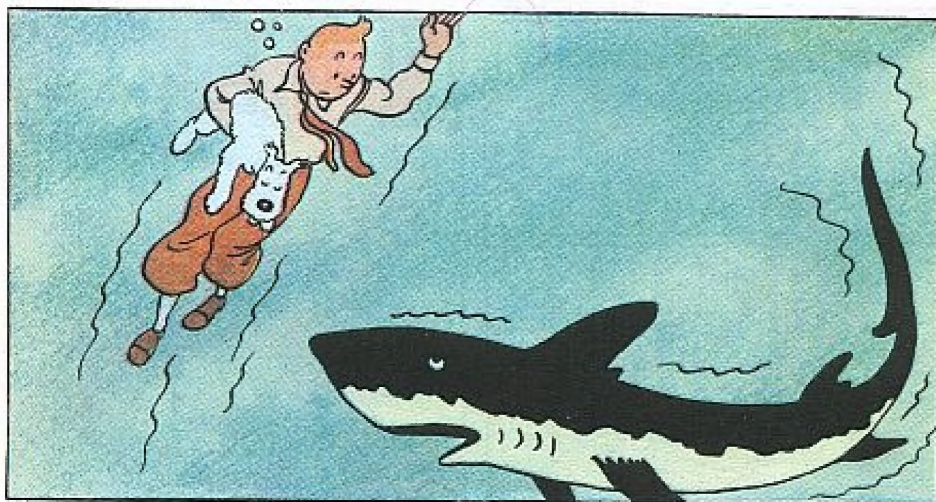
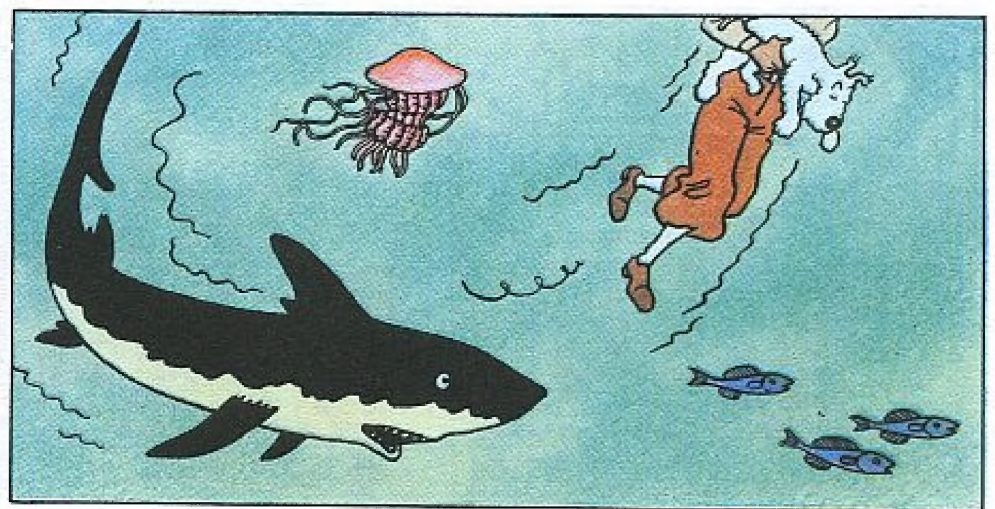
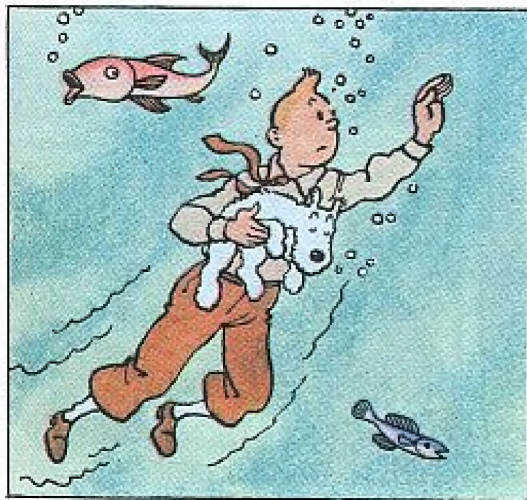
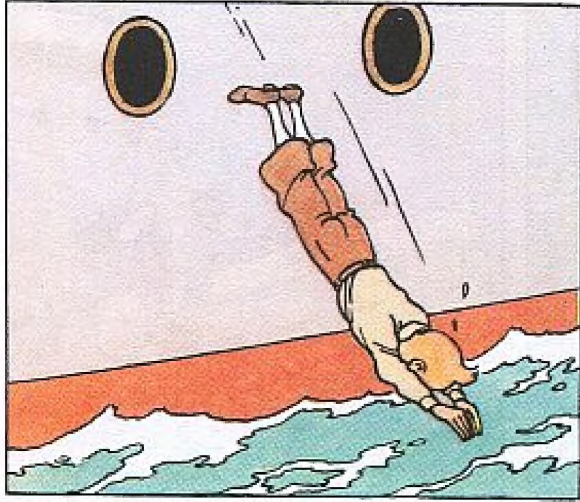


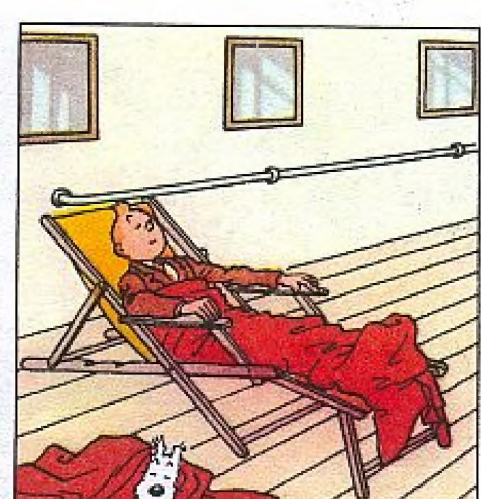
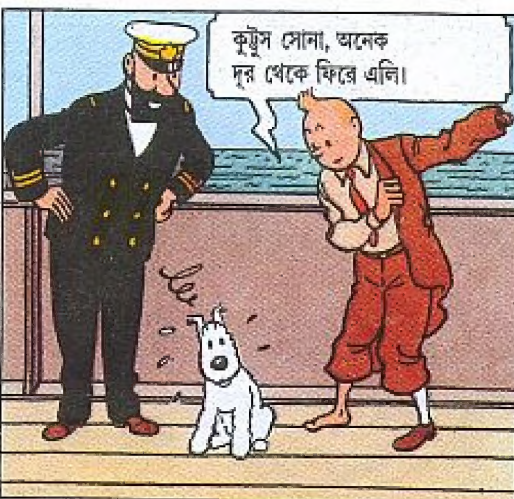
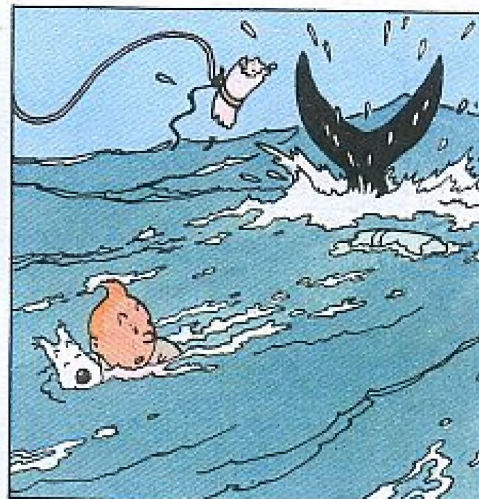
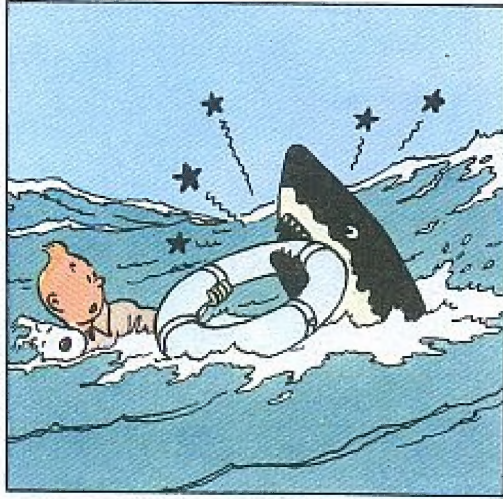
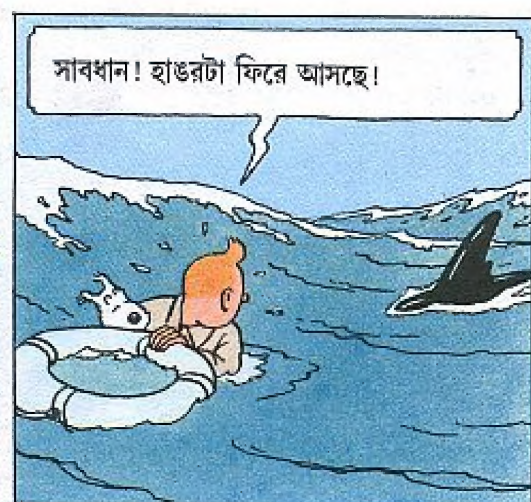
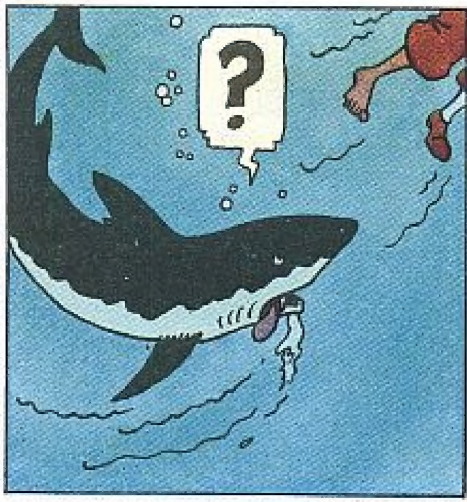




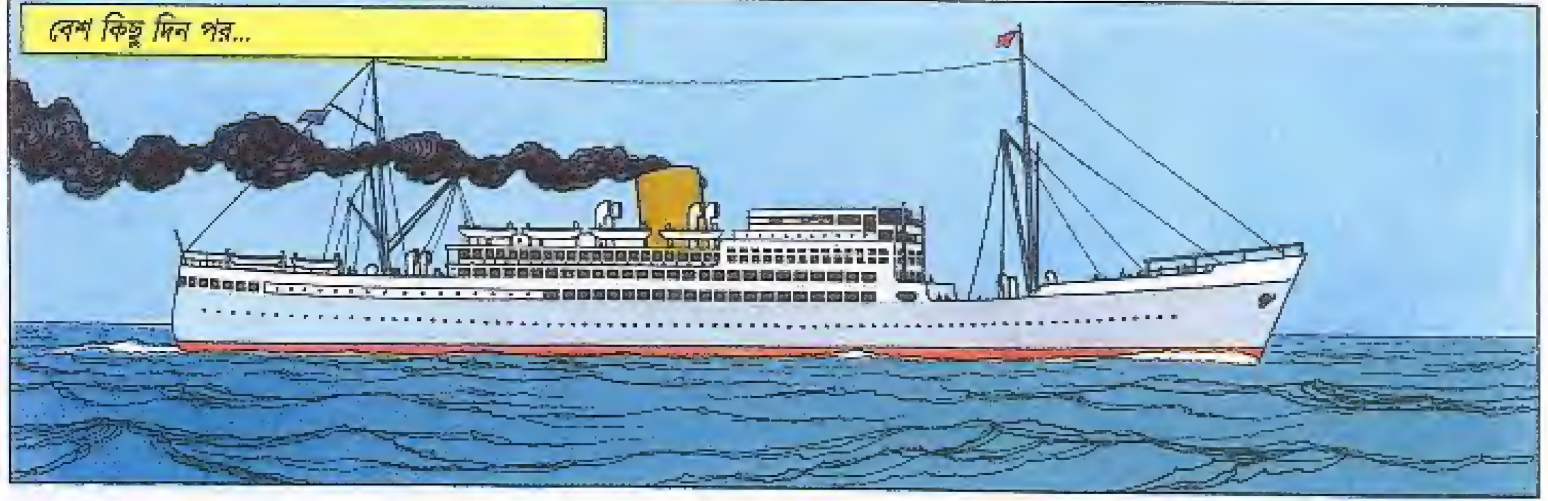








বেশ কিছু দিন পর...



দ্যাখ কুটুস! ওই যে আফ্রিকা!



ওই বিরাট নৌকোটা দেখেছিস?
সাদা রঙের?...ওতে টিনটিন আর কুটুস আসছে।



সেদিন সন্ধ্যায়, হোটেলের ঘরে...

চল, কুটুস, এবার
ঘুমোতে যাই...

ঘুমে চোখ
দুলে আসছে

আদিনি পর না দুলে স্থির মেঝের
ওপর ঘুমোব কি না, দ্যাখো কেমন
নাক ডক্কাই।

ভে-ও-ও!

উফ! নাকের মশা...

অবশ্য সকলেই জানে যে,
কুকুরকে মশা কামড়ায় না!

মনে হচ্ছে, মশারাই
ব্যাপারটা জানে না!

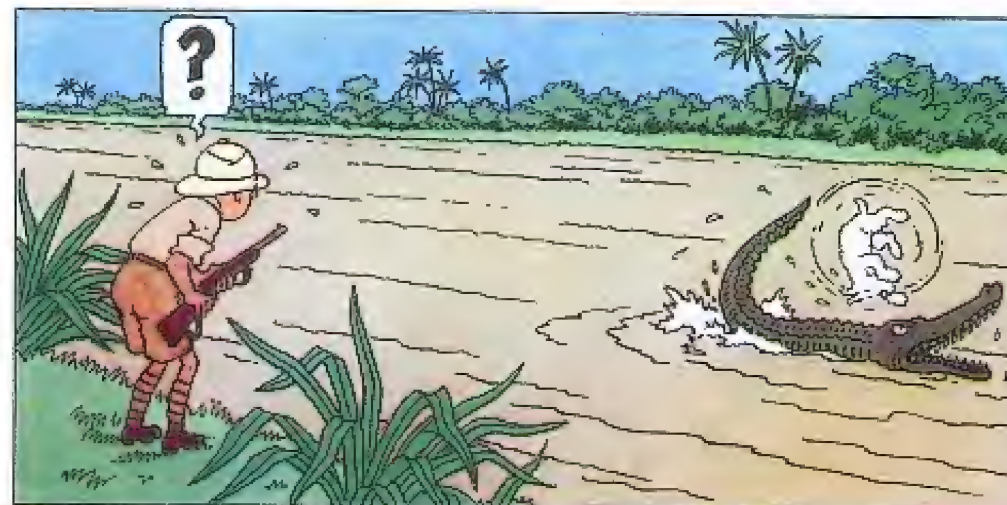
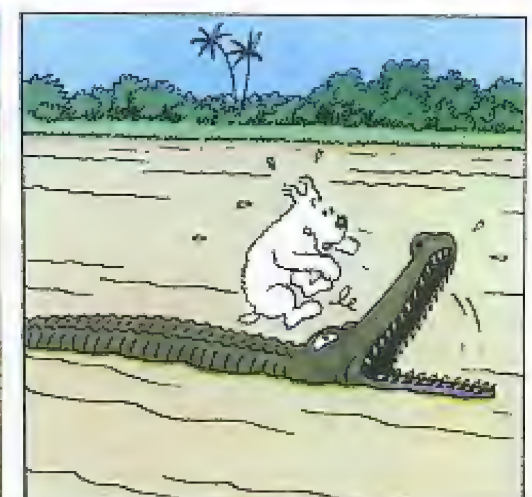
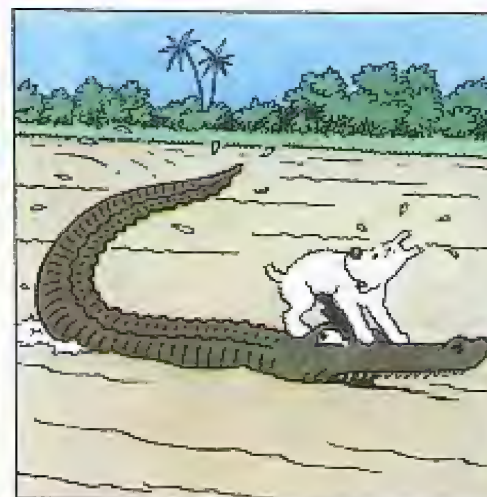
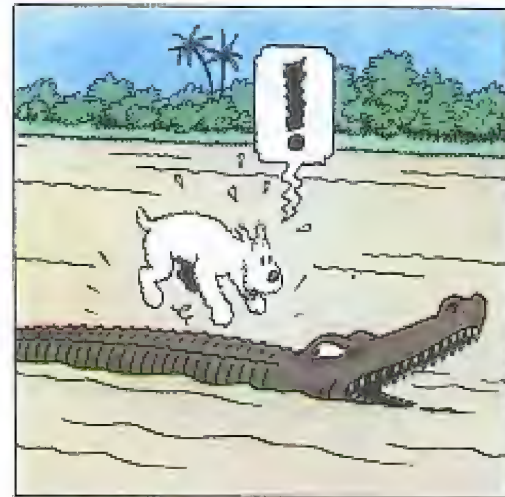
ওরে...বাবা!

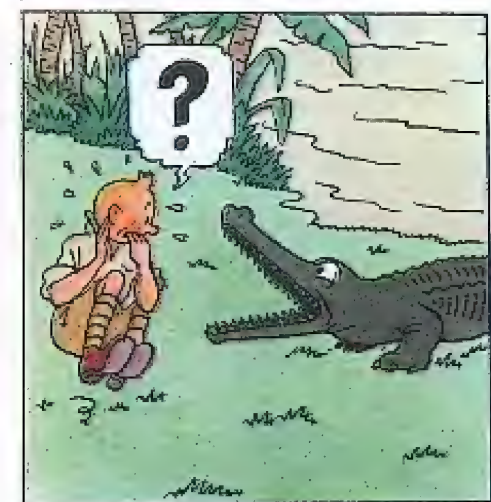
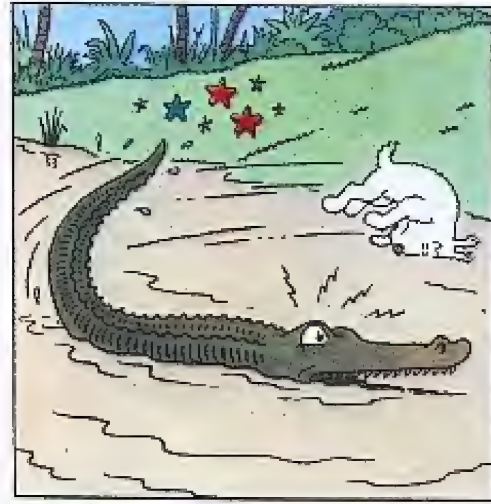
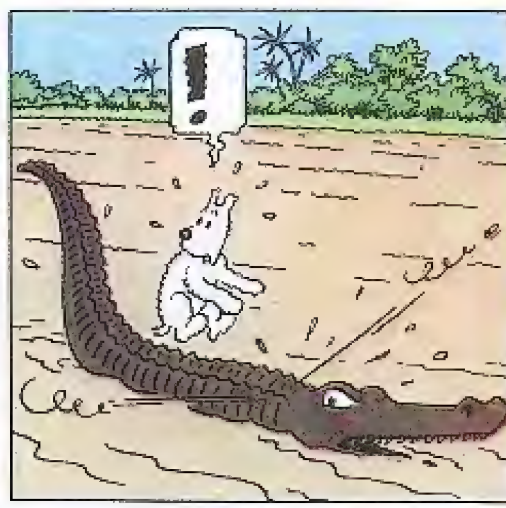
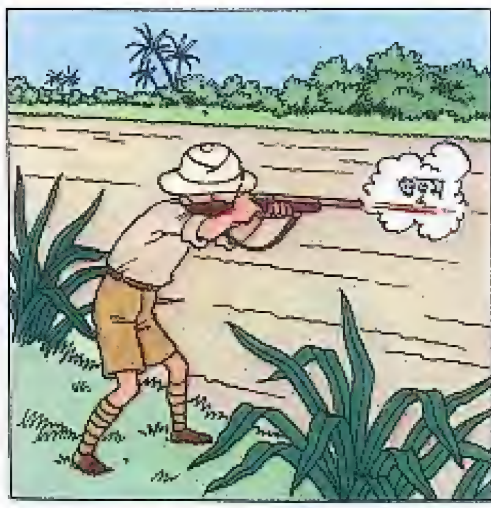
ইস! বেচারি কুটুস! এ কী অবস্থা তোর!...
মশারি ছাড়া ঘুমোলে এমন তো হবেই!...
চল, তোর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

পরদিন সকালে...

কী রে, কুটুস! রাতে
কেমন ঘুমোলি?

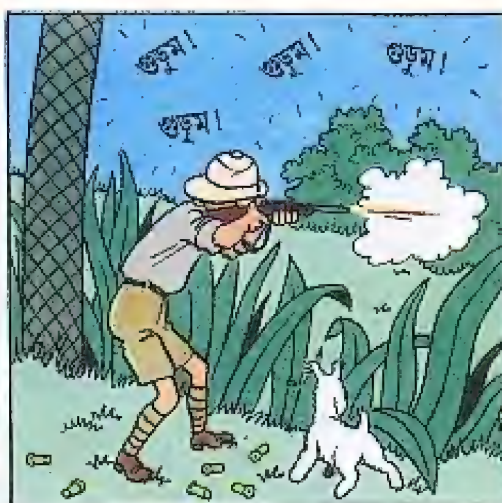














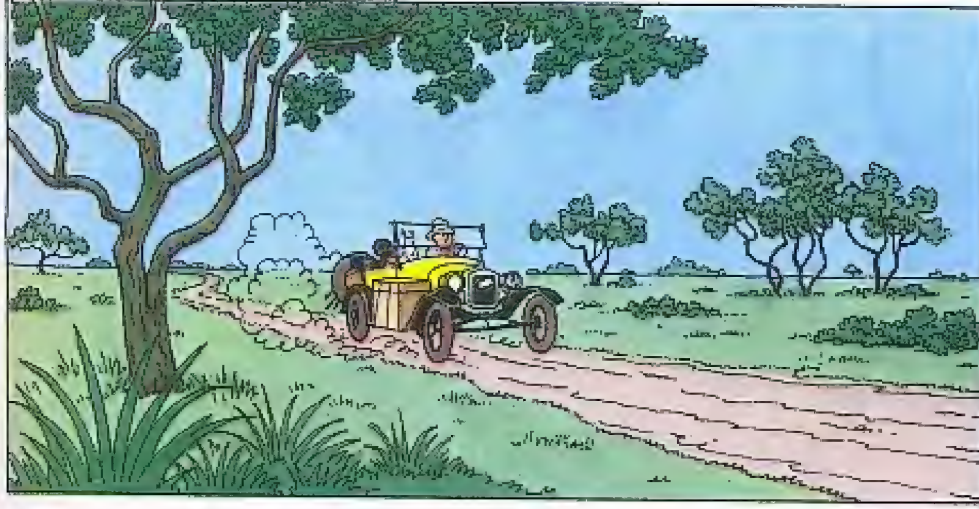
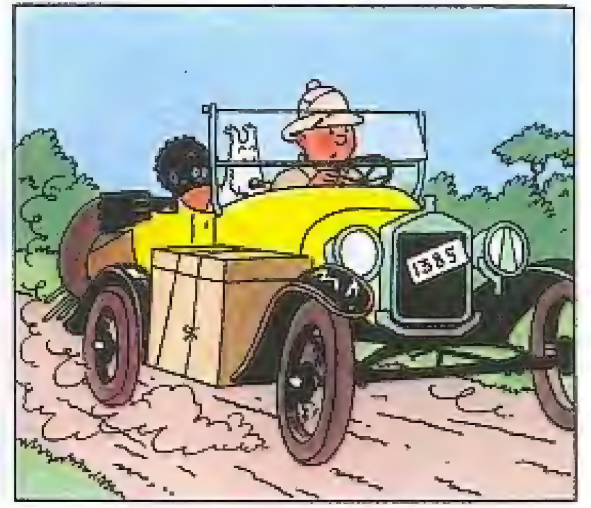


পরদিন ডোরবেলা...

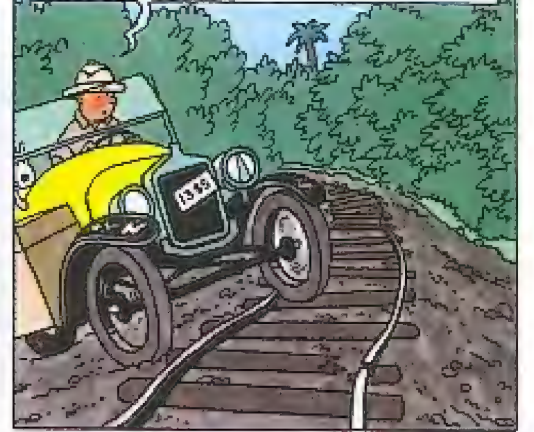
সায়ের...সায়ের! বন্দি পালিয়েছে!...



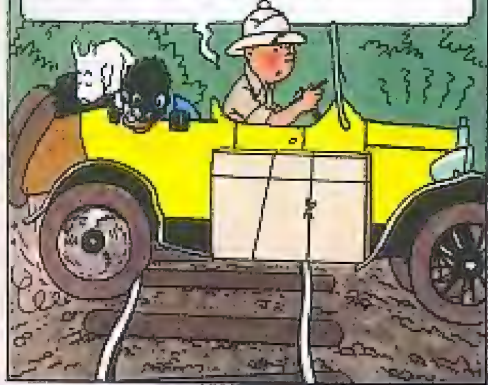
পালাক!...পায়ে হেঁটে যেখানে খুশি
যাক। আমরা আমাদের পথ ধরি...



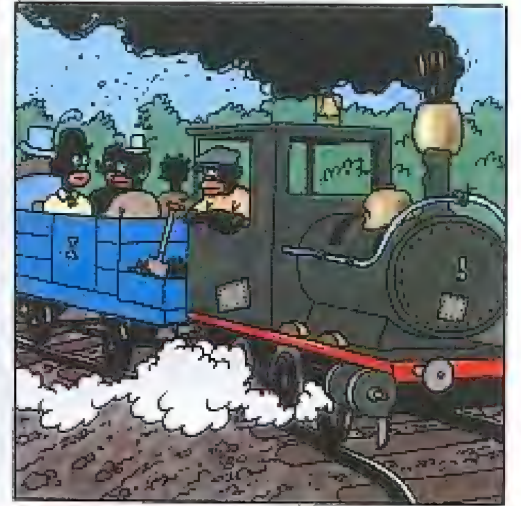
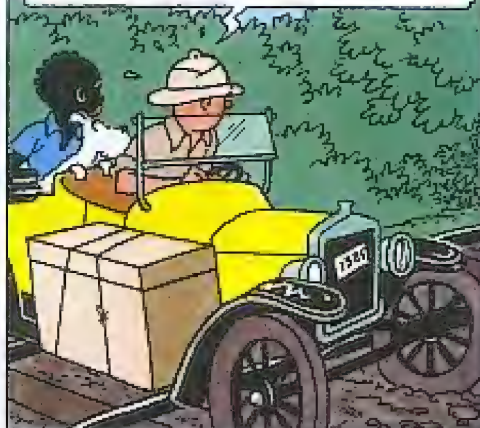
যা! রাস্তা খারাপ।



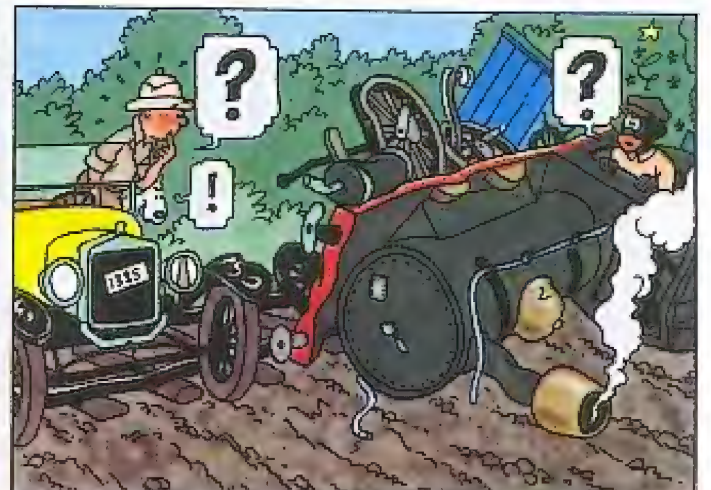
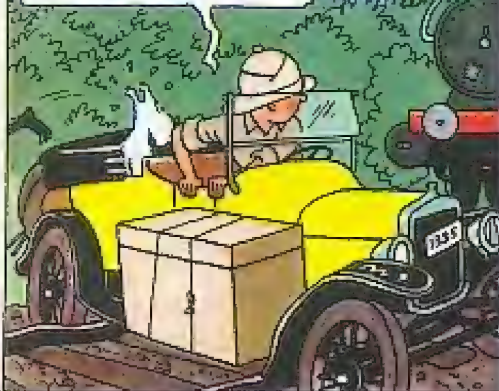
কী হবে?...উপায় কী?
রেললাইন পার হওয়া অসম্ভব।



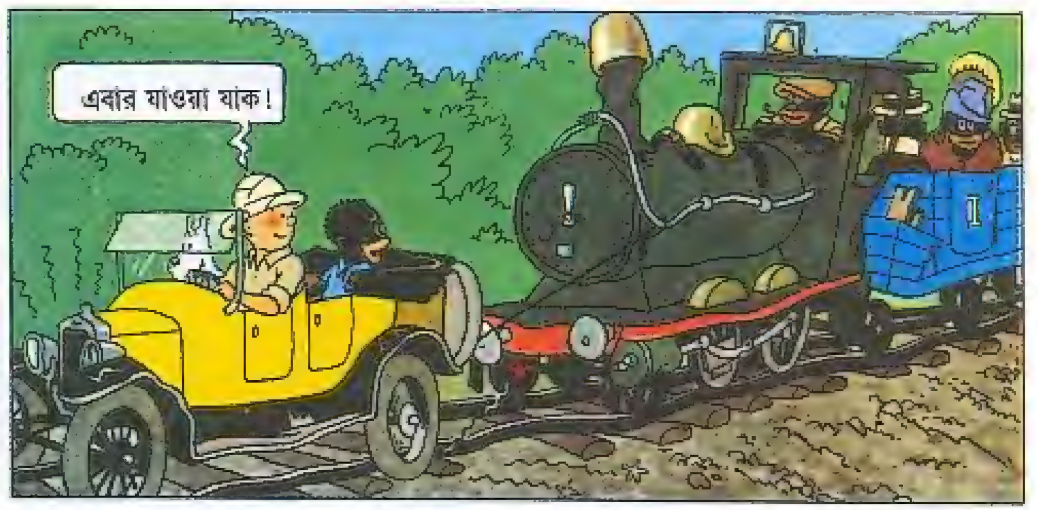
হে ঈশ্বর! ওই শকটো...

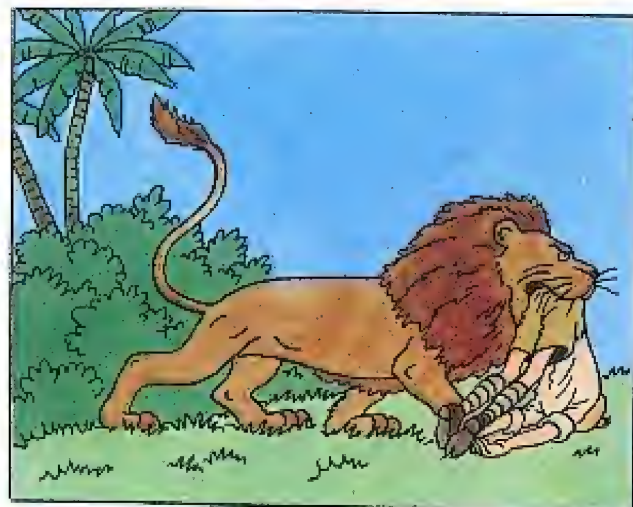
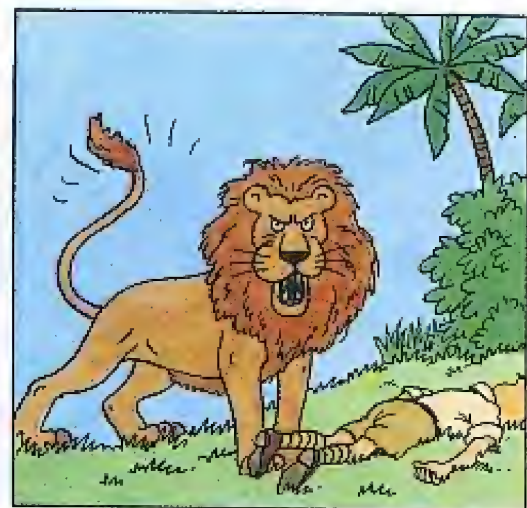


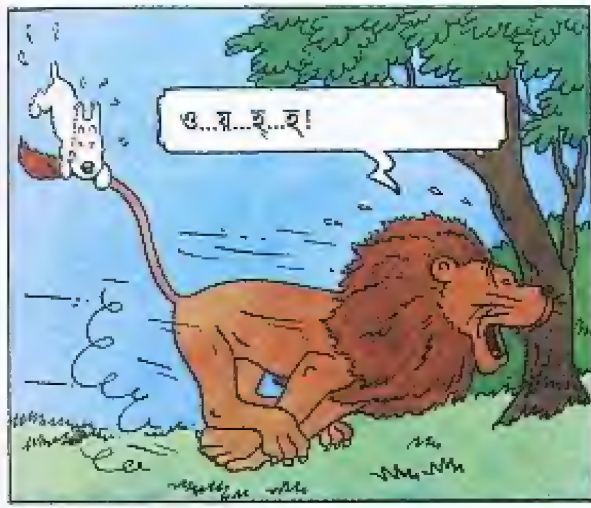
ওরে বাবা! ট্রেনটা
আমাদের পিছে দেবে।













কী অশুভ ব্যাপার! বিদেশিই এটাকে চুরি করেছে। ও মরুক।



এ কী যন্ত্রণা!



কাল ভোরে বাবাওরামের লোকজন তাকে মেরে ফেলবে।



কুটুস, এ তো মহা বিপদ! মূর্তিটা আমার ঘরে এল কী করে বল তো? কে এই কৌশলটা করল?



সেই রাতে...

কোকো! তুই এখানে! বাঁচালি!



শেষ পর্যন্ত আমি মুক্ত। চারদিকে সকলে ঘুমোচ্ছে...না, ওই যে একটা ঘরে আলো! ওটা জাদুকরের ঘর। চলো, দেখি...



মৃগাক্স! তা হলে বলো, চালটা কেমন! কাজ হয়ে গেছে।



জাদুকর আর আমার মোটর-চোর। ওরাই এসব করেছে। দাঁড়াও, একটা কাজ বাকি!



তাড়াতাড়ি! চলো...



ওদের কথা টেপ করি আর মুক্তি ক্যামেরায় ছবি তুলে নিই...



আর আমি, বাবাওরামের জাদুকর হয়ে থাকব। মূর্তি লোকগুলোকে বশ করে রাখব...

পরের দিন ভোরে...

আরে! বন্দি পালিয়েছে!



কিছুক্ষণ পরে...

বন্দি! মারো ওকে!

দাঁড়াও জাদুকর, শান্ত হও!

সোজা ঘুসি,
বাস!...

আর কেউ আছে? নেই তো?

নেই।

এবার কান খুলে শোনো।
তোমাদের জাদুকর কথা বলছে...

এইবার, শুনতে পাবে...

...আর আমি, বাবাওরামের জাদুকর
হয়ে থাকব। মূর্খ লোকগুলোকে
বশ করে রাখব...

জাদুকর কি
ওর ভেতরে?

কী দুই লোক!

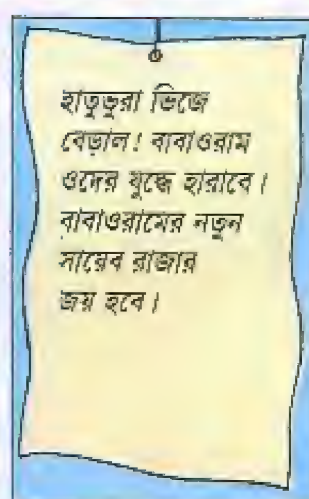
হা হা হা! যদি ওরা জানত ওদের ওই
দেবতার মূর্তিকে আমি কতটা অশ্রদ্ধা করি...

আরও আছে। আমার কুঁড়েঘরে এসো...

প্রবেশ
নিষাধ্যলো

?





বিলিতি পোশাক পরে বিদেশি অস্ত্রে যুদ্ধ করবে আমার লোকেরা বাবাএরামকে
মজা দেখিয়ে ছাড়ব।



সাবেব, হাতুভুর লোকেরা আমাদের
আক্রমণ করে সব হারবার করছে।

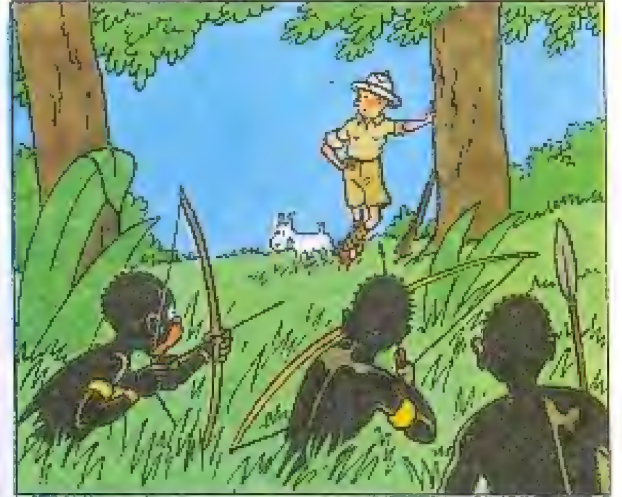


তাই নাকি? শান্ত হও...হাতুভুর
লোকদের সঙ্গে আমি কথা বলব।



একা? বড্ড
বাড়াবাড়ি
করছে!

ওরা কই? হাতুভূদের দেখছি
না কেন?



বাহ! শাবাশ! কী টিপ!



সাদা লোকেটা জাদুকর, রাজামশাই।
আমাদের তির ওর গায়েই লাগছে না।

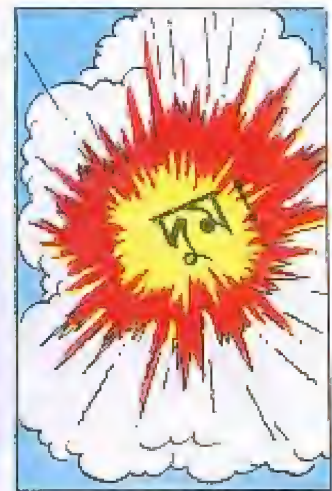
এ আবার কী
নতুন খেলা?



ভারী কামান নিয়ে এসো! ওকে গোলা
নিয়ে মারব! দেখি ওর অলৌকিক
শক্তি কত সাংঘাতিক!



ইশিয়ার! সাদাটাকে তাক করো! এবার আগুন দাও!







আমি আপনাকে মারতে এসেছিলাম।
মেরেই ফেলতাম, যদি না সাপটা আমাকে
পাকিয়ে ধরত।...আপনি না বাঁচালে আমি
এতক্ষণে মরে যেতাম, সায়েব। আমি এখন
আপনার গোলাম। আপনি মহান বিদেশি

তোমার সঙ্গী সারা
লোকটা কোথায়?

জঙ্গলের তিক বাইরে, বাওবাব গাছের
নীচে অপেক্ষা করছে।

বেশ, আমি যাচ্ছি..

ওর দুঃসময়
আসছে।

ওই যে সেই বাওবাব।

হাত তোলো!

কেউ নেই! জাদুকর
কি আমাকে মিথো
বলল?

কী করি? ফিরে যাব?

কেন জানি না
বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আয়, মিষ্টি
কুতুয়া, আয়...

টিনটিন! কী হল?
উত্তর দাও! টিনটিন!

এই হল দু' নম্বর।

আগে একে যত্ন করে বাঁধি...

এবার ওর মালিককে...

রাস্তা পরিষ্কার!...পরে এসে কুকুরটাকে দেখছি।
যদি না হিংস্র পশুরা ওকে খেয়ে ফালালে...

এসে গেছি। ঘাড় থেকে নামো।



দ্যাখো! কুমিরের দল! তোমাকে বেঁধে ওই গাছের ডাল থেকে কুলিয়ে দেব নদীর ওপর দুলবে আর কুমিরের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।



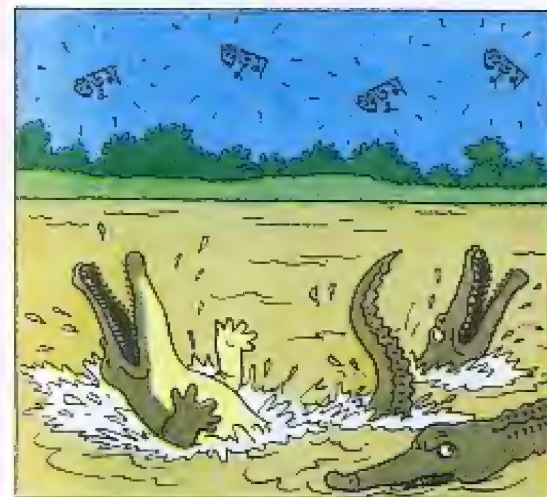
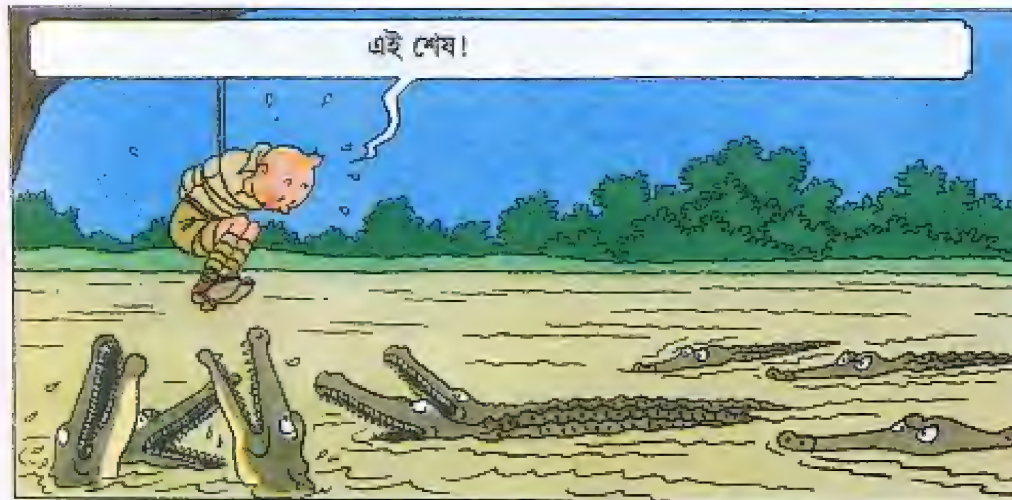
বিদায়। এখন জোয়ারের জল বাড়ছে! হিংস্র কুমিরগুলো ক্রমশ এগোবে...হাসি পাচ্ছে না? যাই...



এর চেয়ে সংকটের মুহূর্ত আগে আসেনি।



এই শেষ!



কিন্তু...আপনি টিনটিন তো? না কি
ভুল হচ্ছে? কী হয়েছে আপনার?

ঠিক সময়ে এসেছেন,
ফাদার। তাড়াতাড়ি
আমাকে নামান

ইনিই
টিনটিন!

আপনার বন্দুকটা দিন। কুটুস বিপদে..

আশা করি বেশি দেরি হয়নি।

ডাকাডাকা আমাকে
এখানে রেখে গেল!

মহা বিপদ! এ যে
অজগর সাপ!

বাঁচাও! বাঁচাও!

ভৌ!

আসছি, কুটুস।
ধৈর্য ধর।

এ কী! দেরি করলাম।

বেচার! কুটুস!

পেটটা কেমন
করছে।
একটু হজমি
থেনে হত...

?

এ কী! কুটুসের পা!

?

কী ভাল ব্যাপার! আমার পা গজিয়েছে!
আমি ভাবতেই পারিনি আমারও পা হবে!





এই তো মিশনে এসে গেছি।



এই হল হাসপাতাল আর
ভানদিকে স্থল।



স্থলঘরের পাশে আমাদের ছোট
গির্জা। এখানে আমাদের এক
বছর হল কি না,
আন্তে আন্তে...

কী ভাল এই
মিশনারিরা!



ফাদার, শুনুন। ফাদার সেবাস্টিয়ান
খুব অসুস্থ। অঙ্ক ক্লাস নিতে
পারবেন না।



ভাই ভো! আমাকে হাসপাতালে
যেতে হবে... অন্য কেউ ফাঁকা
নেই...



আজকের মতো যদি
আমি পড়িয়ে দিই,
ফাদার?

খুব ভাল হয়।
মন্যবাদ।

প্রফেসর
টিনটিন!



এ তো টিনটিন,
তরুণ সাংবাদিক!

টিনটিন এসেছে!

এই তোমার ছাত্ররা।
সব ভালভাবে চলুক।

নিশ্চয়ই, ওরা
বেশ শান্ত।



বন্ধুরা, তরুণ সাংবাদিক টিনটিনের
সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে
দিই। ফাদার সেবাস্টিয়ানের
জায়গায় ইনি আজ তোমাদের
অঙ্ক করাবেন।



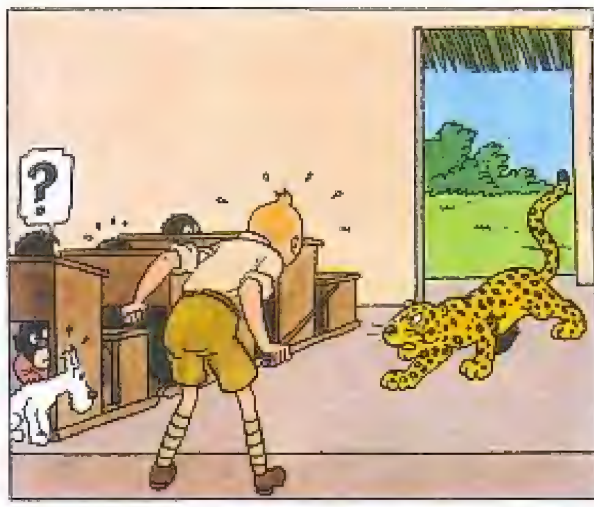
টিনটিন, দু'জন গল্প
করছে কিন্তু...

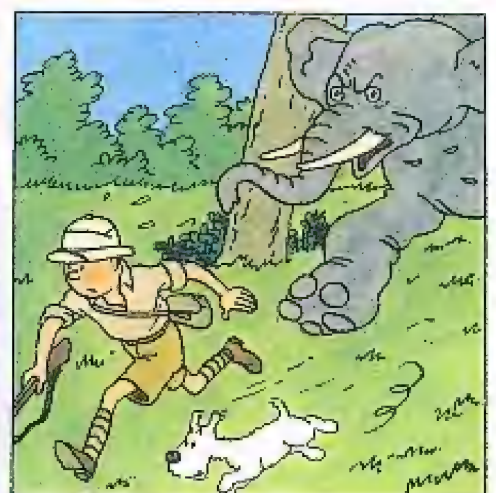
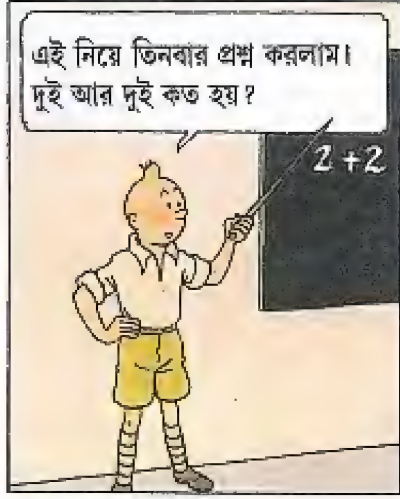
2 + 2

প্রথমে দেখি তোমরা যোগ কতদূর শিখেছ।
দুই আর দুইয়ে কত হয়? কে বলবে? বলো!



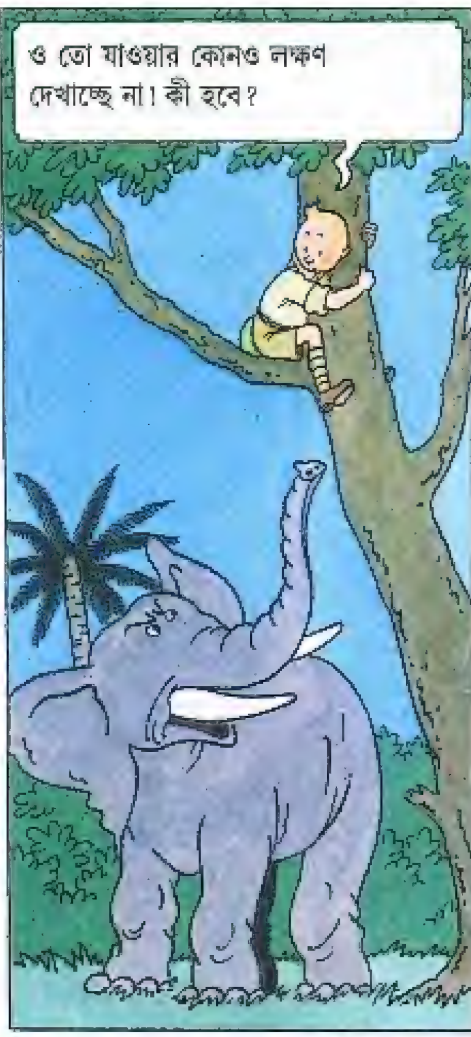
উত্তর নেই কেন? আরে...
একটা চিতা!







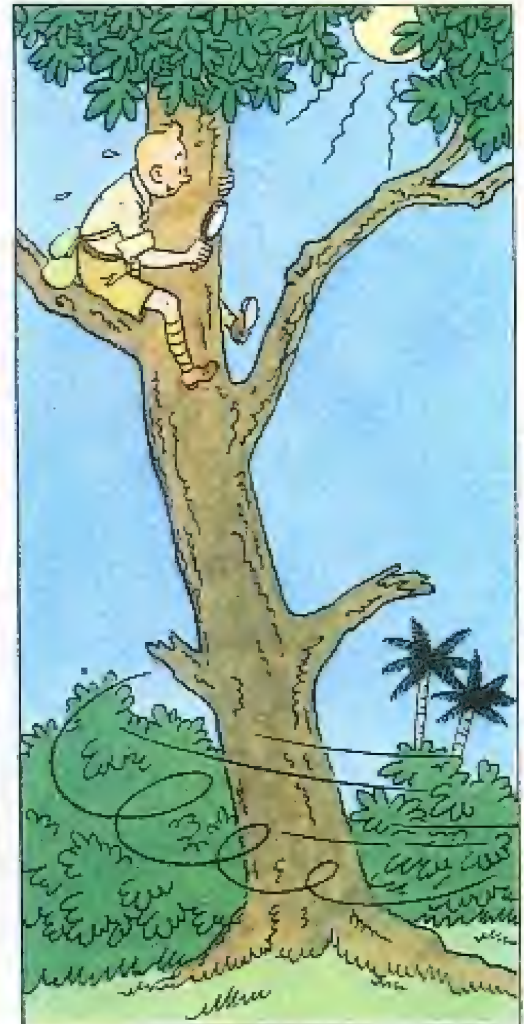
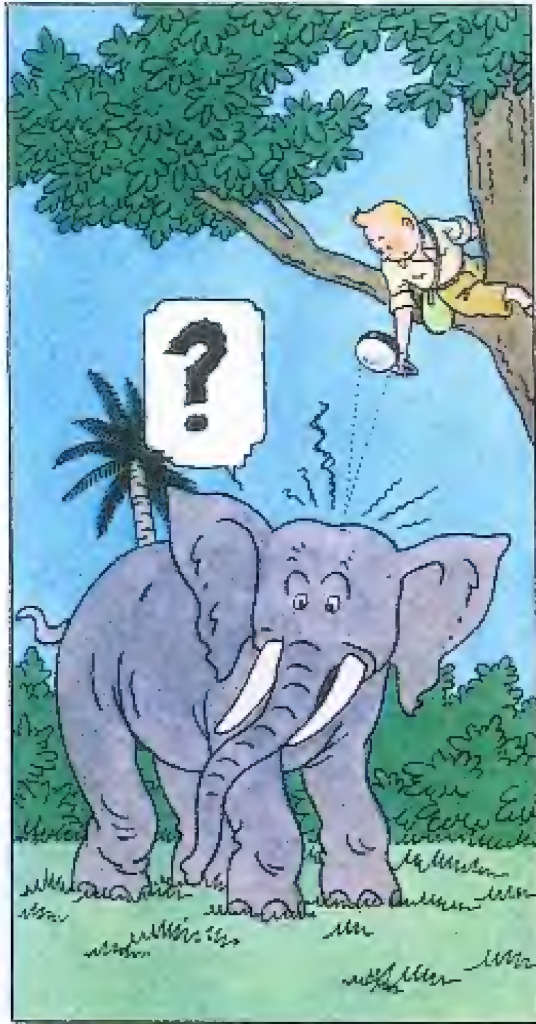
ও তো যাওয়ার কোনও লক্ষণ
দেখাচ্ছে না! কী হবে?

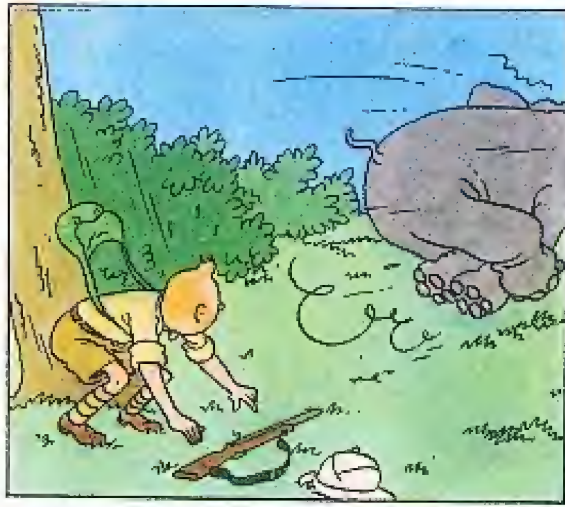


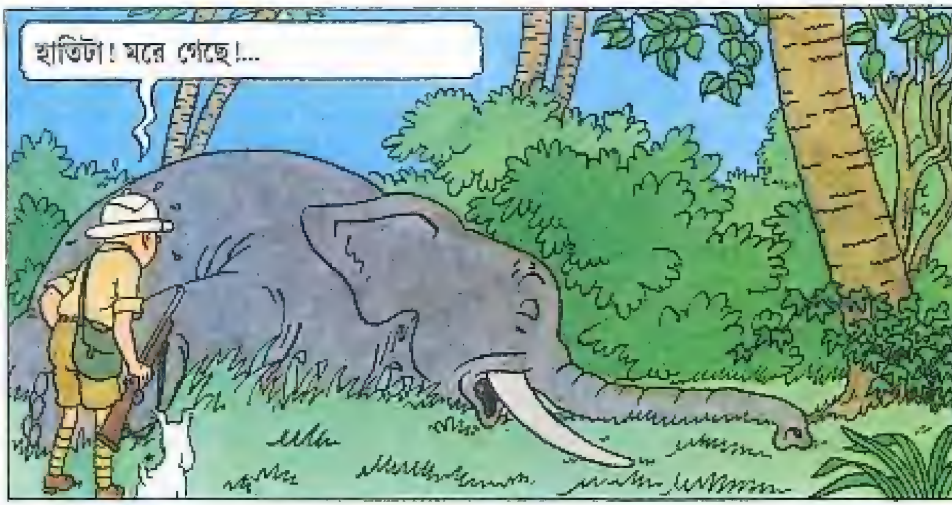
বন্দুকটাও আমার হাত থেকে পড়ে গেছে। ব্যাং! একটা বুঁজে
দেখি...একটা আতশকট! রোসো, একটা মতলব পেয়েছি...



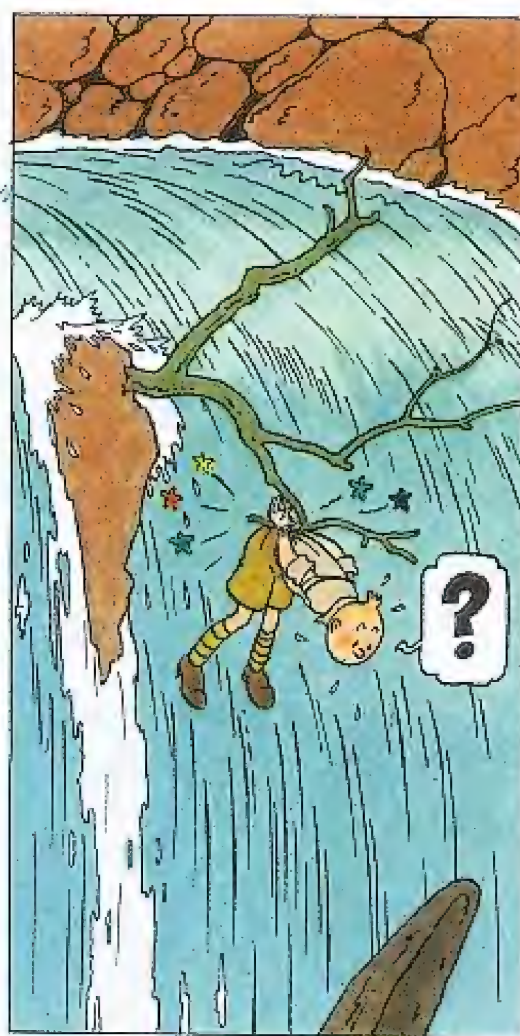
দারুণ আলোকিত
মতলব!...

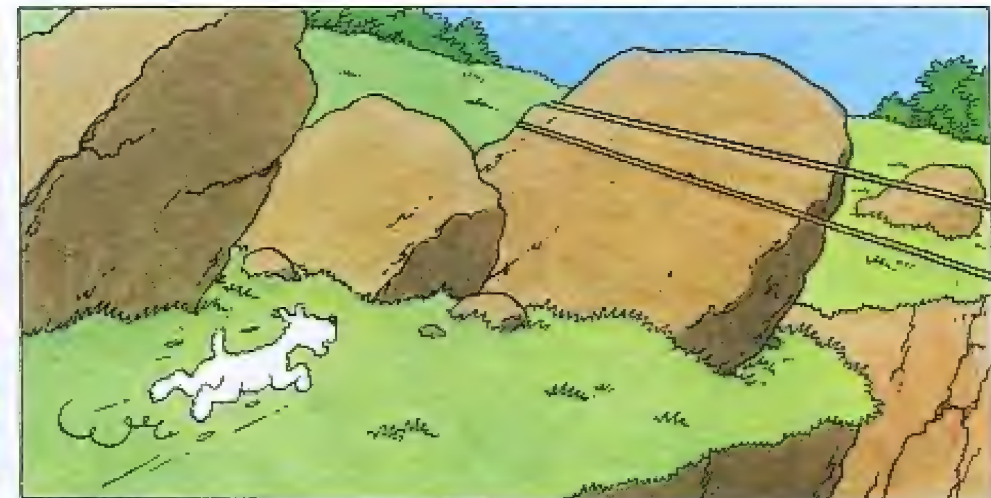




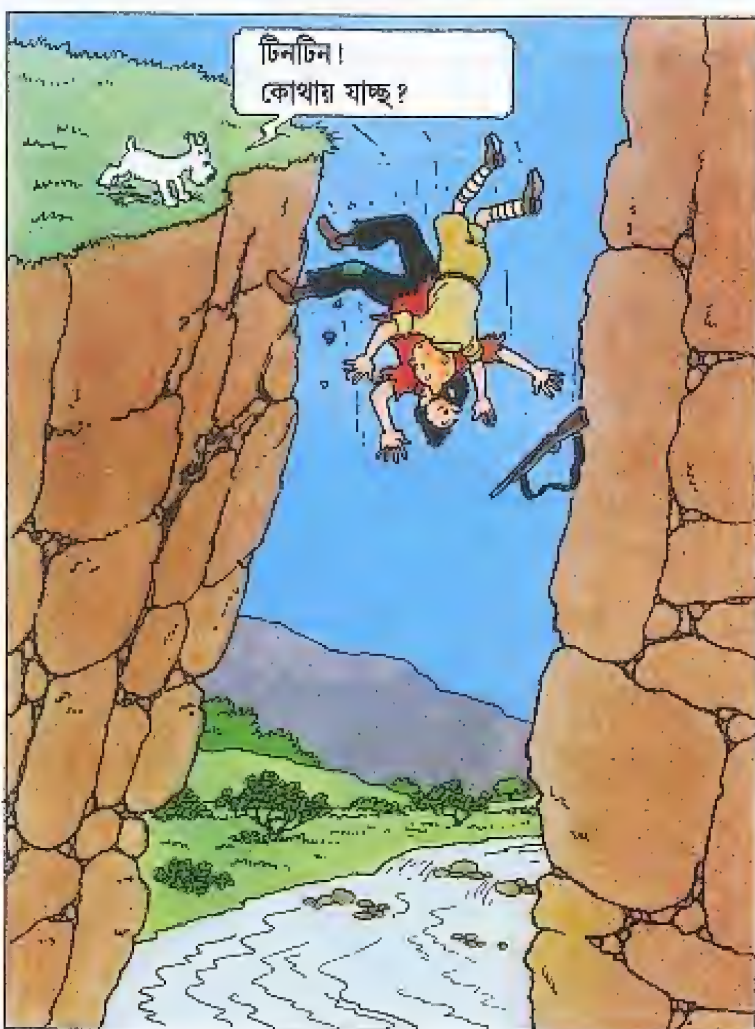


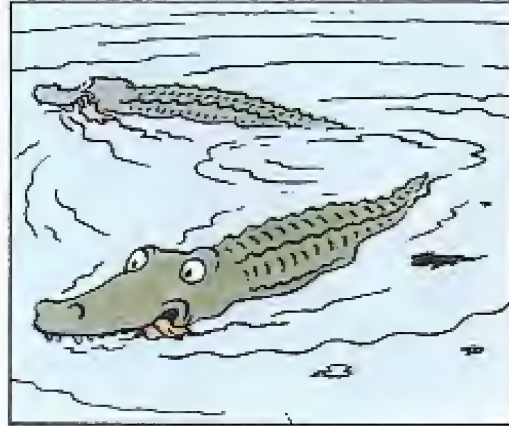
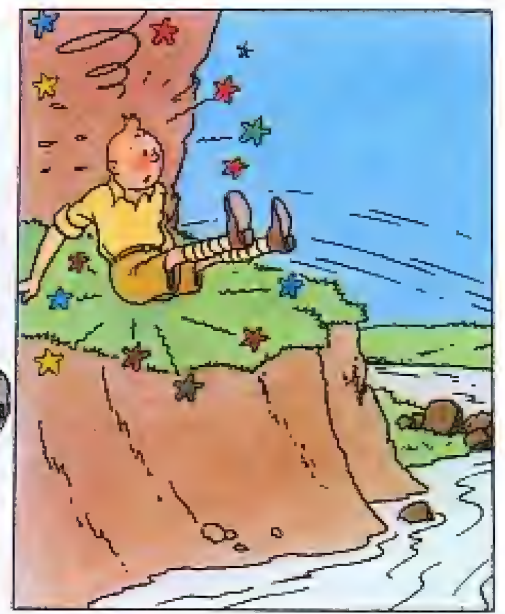
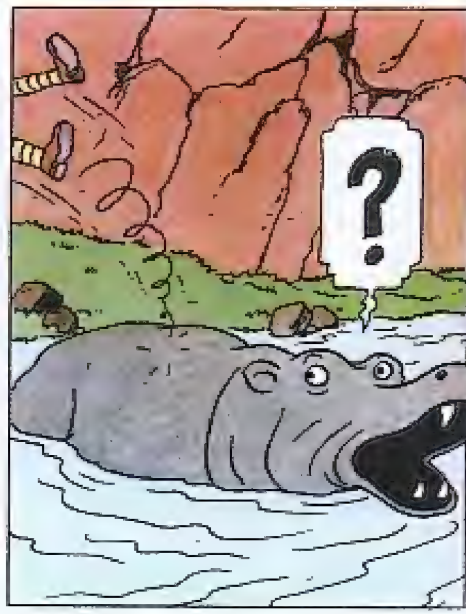


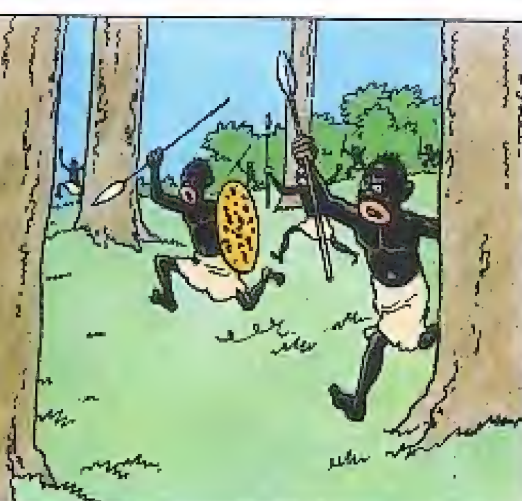


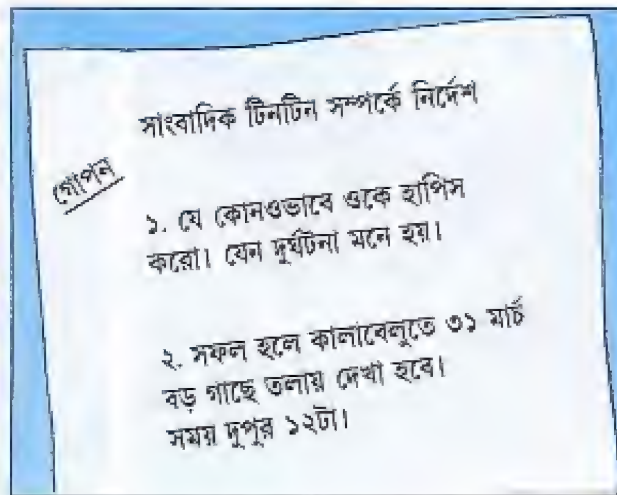






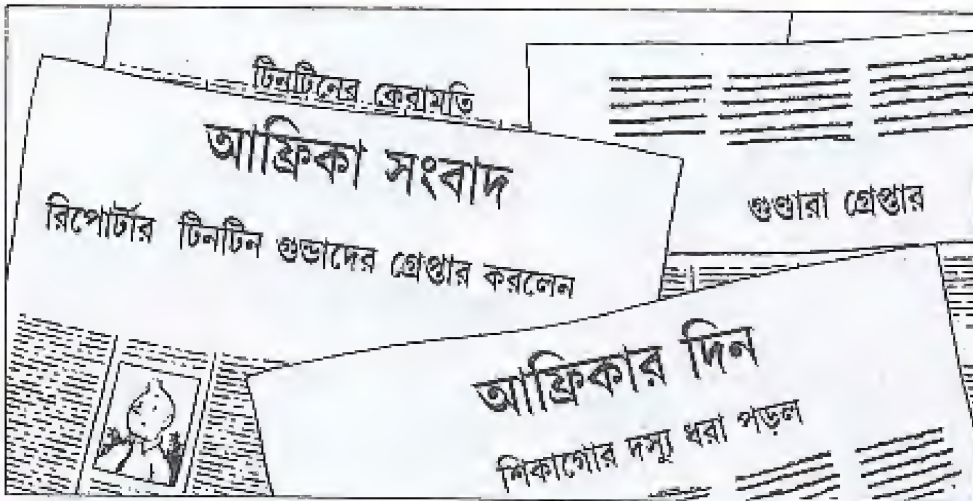


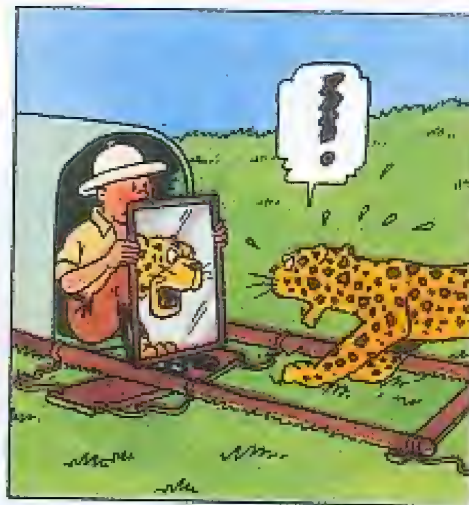


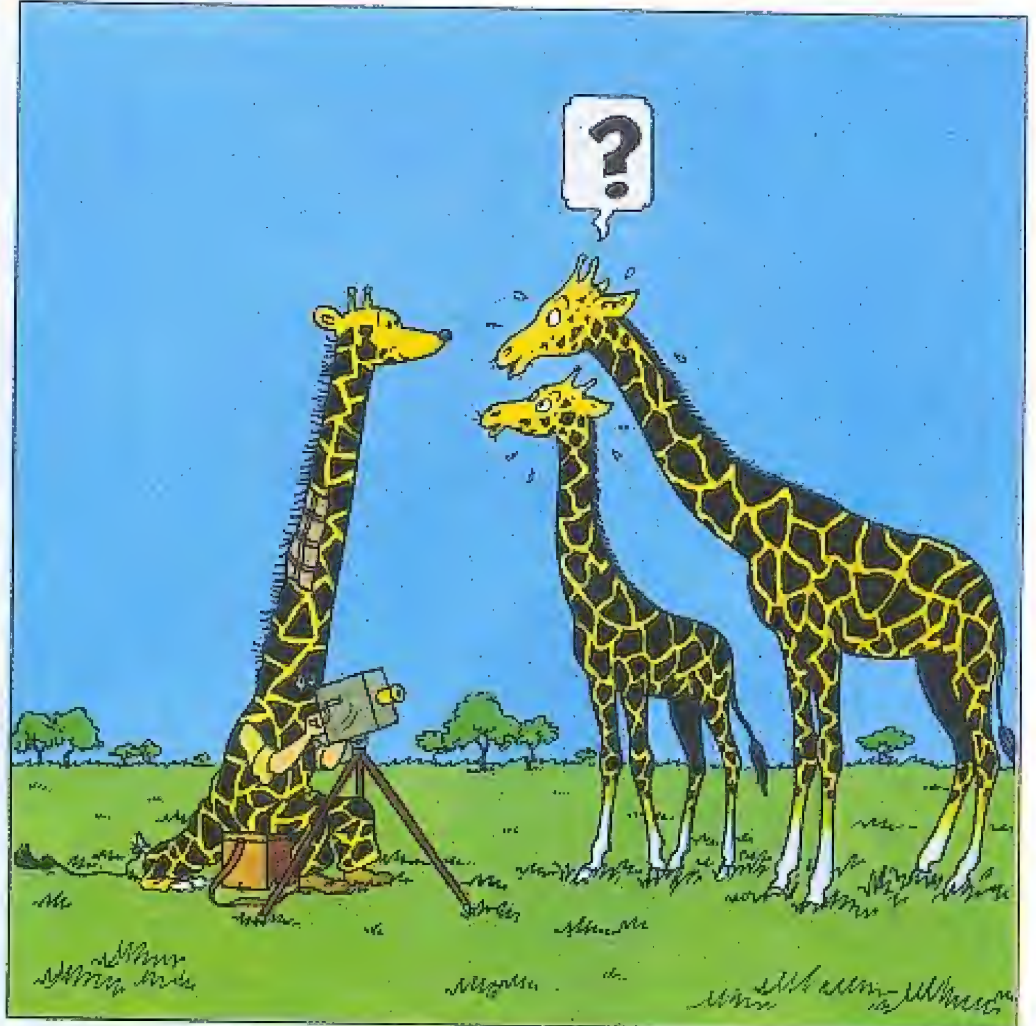
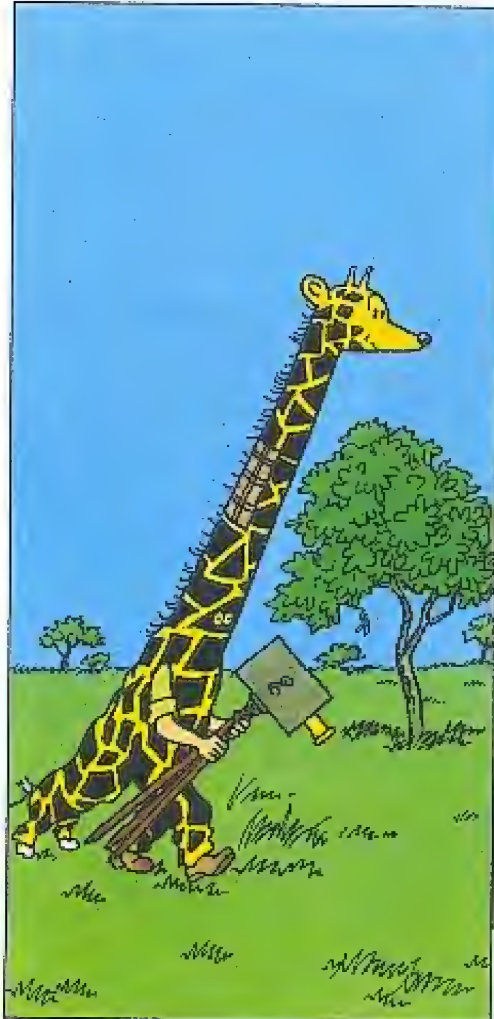


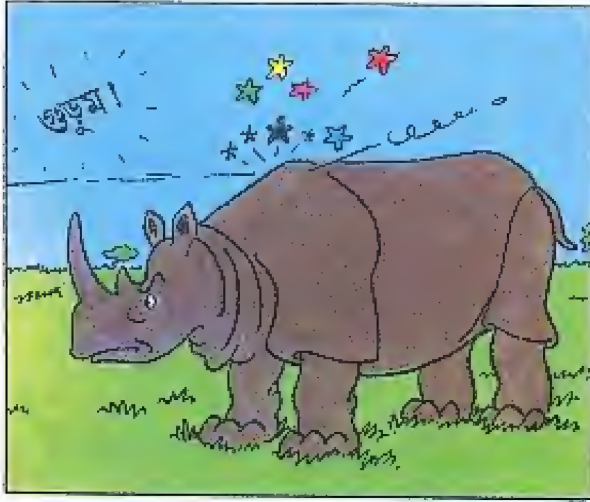


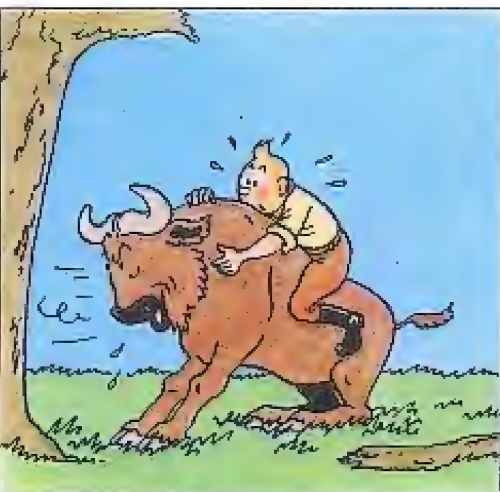


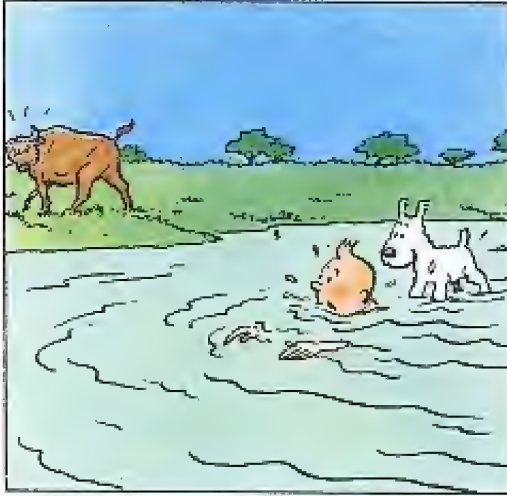


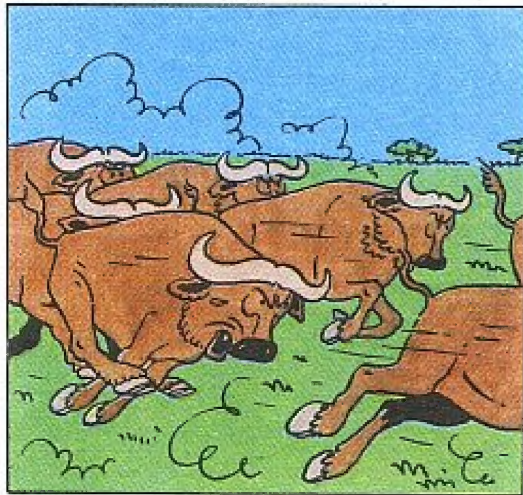
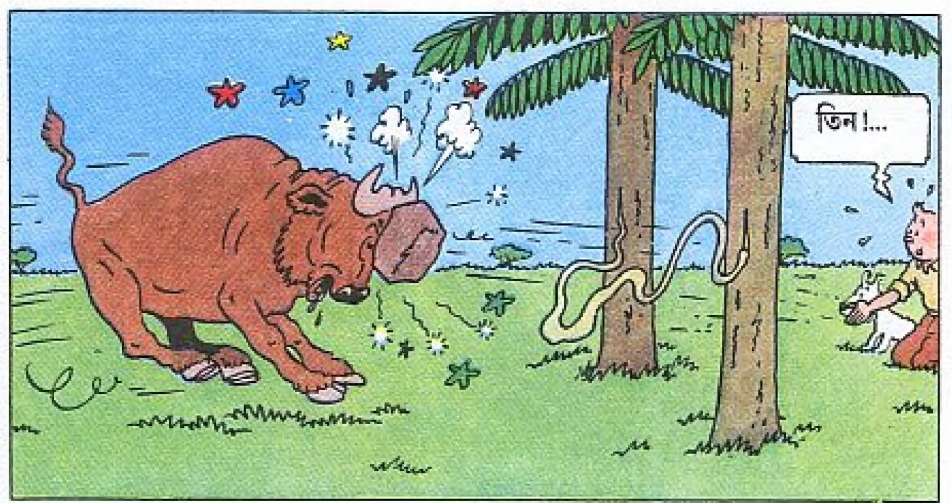


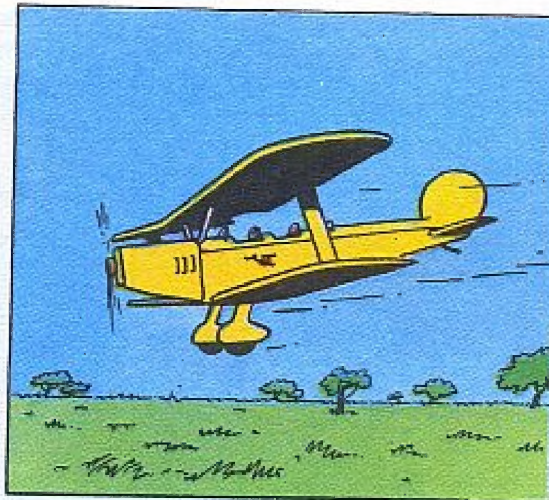
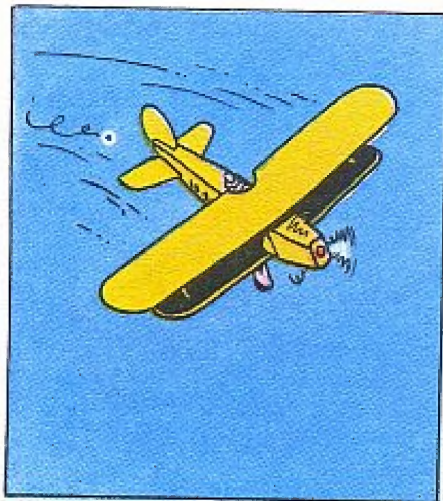
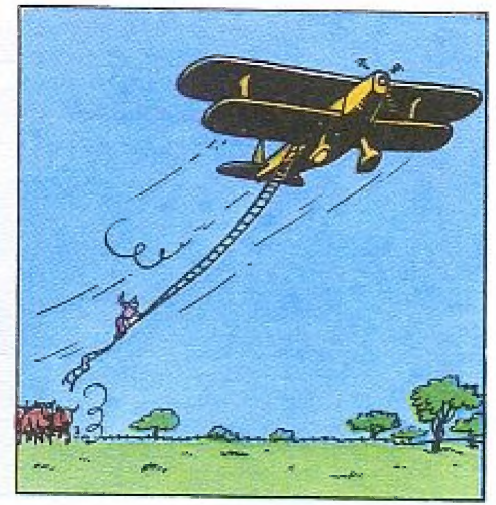












এই উঁচু জায়গাটার কাছেই কুটুসকে
হারিয়েছিলাম...



কিছু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।



কুটুস!...কুটুস!...কুটুস!



বেচারি কুটুস! ওকে কি
এই সাংঘাতিক জীবগুলো
মেরে ফেলেছে?



ভে ভে!



কুটুস রে! এই ভয়লোক আমাদের দেশে
ফেরত নিয়ে যেতে চান।

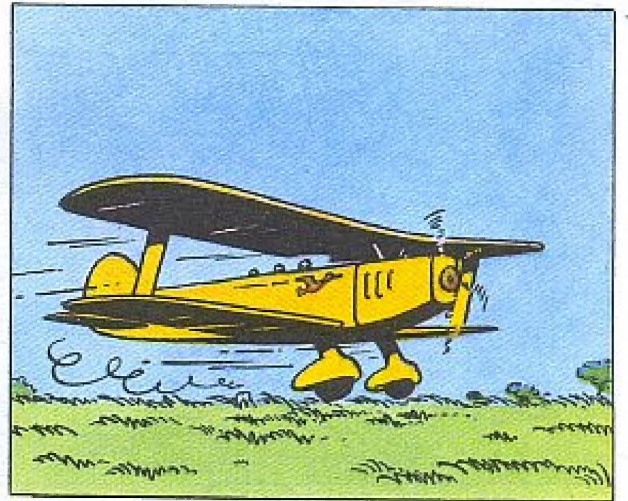
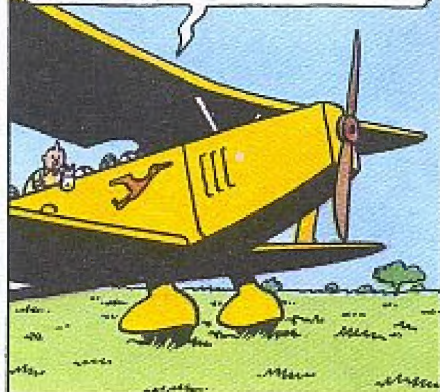
আবার
বাড়িতে?
কী মজা!



মনে হয়, তোমার জন্য একটা
নতুন কাজ অপেক্ষা করে আছে।
হয়তো তোমাকে রিপোর্টিং করতে
শিকাগো যেতে হবে...



সব ঠিক আছে তো? চলো এবার,
ওড়া যাক...



বিদায় আফ্রিকা! তোমার অনেক কিছুই আমার কাছে অপরিচিত থেকে গেল! এবার ইউরোপে
ফেরার পালা...আমেরিকার খবরও নিতে হবে।

